১ ফেব্রুয়ারি, বিশ্ব মেছো বিড়াল দিবস ২০২৫

জনগণ যদি হয় সচেতন, মেছোবিড়াল হবে সংরক্ষণ

দীপংকর বর

প্রায়ই দেখা যায় গ্রামাঞ্চলে মানুষ দল বেধে হই হল্লোড় করে মেছো বাঘ নামে তাদের কাছে পরিচিত একটি বন্যপ্রাণী হত্যায় মেতে ওঠে। মারার সময় তাড়া উল্লাস করে থাকে। যারা মারায় সরাসরি জড়িত থাকে, তারা উপস্থিত অন্যদের কাছে বীরত্ব প্রকাশ করে। কিন্তু তারা জানে না, তারা কি ভুল করছে, জীববৈচিত্র্যের কি ক্ষতি করছে। তারা মেছো বাঘ নামে জানলেও আসলে মেছো বিড়াল নামের জলাভূমির বাস্তুতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একটি বন্যপ্রাণীকে তারা অকারণে হত্যা করছে।

মেছো বিড়াল জলাভূমিতে খাদ্যশৃঙ্খল বজায় রাখতে সহায়তা করে এবং বাস্তুসংস্থানের ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখে। এরা জলাভূমির মাছ, সাপ, ব্যাঙ, পাখি, কাঁকড়া, পোকামাকড়, ইঁদুর, খরগোশ, গুইসাপসহ মাঝারি আকারের অনেক প্রাণী খেয়ে কৃষকের উপকার করে। মেছোবিড়াল বেশির ভাগ সময়ই মরা ও রোগাক্রান্ত মাছ খেয়ে জলাশয়ে মাছের রোগ নিয়ন্ত্রণ করে। নিরীহ এই প্রাণীটি মানুষকে আক্রমণ করে না, মানুষ দেখলে পালিয়ে যায়। তাই এটি নিয়ে ভীত হওয়ার কিছু নেই।

মেছো বিড়াল (Prionailurus viverrinus) একটি মাঝারি আকারের বন্য বিড়াল, যা মূলত জলাভূমি অঞ্চলে বাস করে। বাংলাদেশে যে আট প্রজাতির বুনো বিড়ালের বাস, তার একটি এই মেছোবিড়াল। ইংরেজি নাম ফিশিং ক্যাট। বাংলাদেশ ছাড়াও বলিভিয়া, ব্রাজিল, কম্বোডিয়া, কোস্টারিকা, ভারত, লাওস, মিয়ানমার, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ডসহ দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশে এদের দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশ মেছোবিড়ালের হটস্পট। সুন্দরবন, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেটের বনসহ বাংলাদেশের প্রায় সকল গ্রামীণ বনে এদের বিচরণ রয়েছে।

এদের দেহের দৈর্ঘ্য সাধারণত ৭০ থেকে ৮৫ সেন্টিমিটার হয়, এবং ওজন ৮ থেকে ১৬ কেজির মধ্যে থাকে। গায়ের রঙ জলপাই-ধূসর, যার ওপর কালো দাগ থাকে, যা এদের সহজেই শনাক্ত করতে সাহায্য করে। মুখে সাদা দাগ এবং লেজ তুলনামুলকভাবে ছোটো, যা ঘন দাগযুক্ত। মেছো বিড়ালের শরীরের গঠন শক্তিশালী এবং পায়ের তালু আংশিকভাবে ঝিল্লিযুক্ত, যা তাদের পানিতে সহজে চলাফেরা ও শিকার করতে সাহায্য করে। এদের গায়ে কালো ছোপ ছোপ চিহ্ন থাকার জন্য চিতাবাঘ বলেও অনেকে ভুল করেন।

মেছো বিড়াল সাধারণত নিশাচর প্রাণী, অর্থাৎ রাতে এদের বেশি সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। এরা একাকী চলাফেরা করতে পছন্দ করে।খাদ্যাভ্যাসের দিক থেকে মেছো বিড়াল প্রধানত মৎস্যভোজী। পানিতে ডুব দিয়ে শিকার করার দক্ষতা এদের অন্যতম বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মেছো বিড়ালকে "Fishing Cat" বলা হয় তাদের অসাধারণ শিকার দক্ষতার জন্য। পানিতে শিকার করার জন্য এদের শরীর বিশেষভাবে অভিযোজিত। এরা পানিতে ডুব দিয়ে মাছ ধরতে পারে। এমনকি এরা পুকুর, খাল, নদী বা জলাভূমিতে সহজেই চলাফেরা করে এবং শিকার ধরে নিয়ে আসে। এই অসাধারণ ক্ষমতাগুলোর কারণেই এদের "Fishing Cat" নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

মেছো বিড়ালের প্রাকৃতিক বাসস্থান আজ নানা হুমকির মুখে। জলাভূমি ভরাট করে কৃষি জমি, শিল্প এলাকা, এবং আবাসিক প্রকল্প তৈরি করা হচ্ছে, যা তাদের বাসস্থানের পরিসর ক্রমাগত সংকুচিত করছে। বনের অনেকাংশে বৃক্ষনিধন এবং অবৈধ দখলের ফলে এদের আশ্রয় ধ্বংস হচ্ছে। হাওর-বাঁওড় অঞ্চলে অতিরিক্ত মাছ শিকার, জলাধার দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও মেছো

বিড়ালের টিকে থাকার জন্য বাধা সৃষ্টি করছে। নদীর পানি দূষণের ফলে তাদের খাদ্যের উৎস কমে যাচ্ছে, যা তাদের খাদ্য সংগ্রহকে কঠিন করে তুলেছে। এছাড়া, অনেক সময় স্থানীয় মানুষ মেছো বিড়ালকে ক্ষতিকর প্রাণী হিসেবে ভুল ধারণা করে হত্যা করে বা তাড়িয়ে দেয়। চোরা শিকারও মেছো বিড়ালের টিকে থাকার জন্য একটি বড় হুমকি। জনসচেতনতার অভাবে মানুষ এ প্রাণীর প্রকৃত গুরুত্ব বুঝতে পারে না এবং প্রায়ই এদের হুমকির মুখে ফেলে।

মেছো বিড়ালের বাসস্থান রক্ষার জন্য জলাভূমি সংরক্ষণ, বনভূমি পুনরুদ্ধার, এবং সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। এদের আবাসস্থল সুরক্ষিত রাখতে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন।

এসব সমস্যার সমাধান এবং মেছো বিড়াল সংরক্ষণের জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। মেছো বিড়াল রক্ষায় বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে। পহেলা ফেব্রুয়ারি বিশ্ব মেছোবিড়াল দিবস। আমাদের দেশে এবারই প্রথম এ দিবসটি উদযাপন করা হচ্ছে। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে “জনগণ যদি হয় সচেতন, মেছো বিড়াল হবে সংরক্ষণ”। বিশ্ব মেছো বিড়াল দিবস ২০২৫ উপলক্ষ্যে পোস্টার ডিজাইন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে মেছো বিড়ালের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আরও ভালোভাবে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এবারের বিশ্ব মেছোবিড়াল দিবসের স্লোগানটি নির্ধারণ করা হয়েছে।

বন অধিদপ্তর ও বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থা মেছো বিড়ালের বাসস্থান চিহ্নিতকরণ ও সংরক্ষণে কাজ করছে। সুন্দরবন এবং হাওর অঞ্চলে মেছো বিড়ালের জন্য বাসস্থান রক্ষা এবং মানুষের সঙ্গে তাদের সংঘাত কমানোর লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক উদ্যোগের মধ্যে মেছো বিড়ালকে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর ককনজারভেশন অব নেচার(IUCN) এর লাল তালিকায় ঝুঁকিপূর্ণ প্রজাতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে এ প্রজাতি সংরক্ষণে বিশ্বজুড়ে মনোযোগ বেড়েছে। কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইন এনডেঞ্জারড স্পিসিজ অব ওয়াইল্ড ফনা এন্ড ফ্লোরা (CITES)-এর আওতায় মেছো বিড়ালের বাণিজ্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন ২০১২ এর আওতায় মেছো বিড়ালকে সংরক্ষিত প্রাণী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। মেছো বিড়াল হত্যাকারীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হচ্ছে।

মানুষ ও মেছোবিড়াল দ্বন্দ্ব হ্রাস করতে এবং এদের সংরক্ষণে বেশ কিছু কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষের মধ্যে মেছোবিড়াল সংরক্ষণের গুরুত্ব এবং তাদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে মানুষ ও বন্যপ্রাণী সংঘাতের হটস্পটগুলোতে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলোকে নিয়ে জনসচেতনতামুলক সভা, র‍্যালি ও অন্যান্য প্রচার প্রচারণামুলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মেছো বিড়ালের বাসস্থান সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য বাংলাদেশে জলাভূমি সংরক্ষণ এবং পুনর্বাসনের কাজ করা হচ্ছে। বনভূমি উজাড় বন্ধ এবং জলাভূমি সংরক্ষণে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। এ ছাড়া গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে মেছো বিড়ালের প্রকৃত অবস্থা বোঝার চেষ্টা চলছে, যা তাদের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়ক হবে।

মেছো বিড়াল সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য স্কুল, কলেজ এবং কমিউনিটি পর্যায়ে কর্মশালা ও প্রচার কার্যক্রম অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। তরুণ প্রজন্মকে এ বিষয়ে জানানো হলে তারা এ সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা গড়ে তুলবে এবং তাদের পরিবার ও কমিউনিটিকে সচেতন করতে ভূমিকা রাখবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মেছো বিড়াল এবং জলাভূমি সংরক্ষণ বিষয়ক আলোকচিত্র প্রদর্শনী, তথ্যচিত্র প্রদর্শন, ওয়ার্কশপ এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে। এছাড়া কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, যেমন গ্রামে গ্রামে প্রচারপত্র বিতরণ, স্থানীয় বাজারে পোস্টার লাগানো, এবং স্থানীয় ভাষায় মেছো বিড়ালের গুরুত্ব তুলে ধরে নাটক বা গান পরিবেশন করলে এটি সহজেই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবে।

মেছো বিড়াল সম্পর্কে অনেকের মধ্যে ভুল ধারণা রয়েছে, যা এ প্রাণীটির জন্য বড়ো বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয় জনগণ অনেক সময় মেছো বিড়ালকে ক্ষতিকর বা শত্রু প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করে, বিশেষত পোল্ট্রি বা মাছ চুরির অভিযোগে এদের হত্যা করে। এই ভুল ধারণাগুলো দূর করা এবং মানুষের সঙ্গে মেছো বিড়ালের সহাবস্থান নিশ্চিত করা জরুরি। মেছো বিড়াল পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যারা বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য রক্ষায় সহায়ক। তাই এ প্রাণীটির ক্ষতি না করার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

সহাবস্থানের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কিছু ক্ষুদ্র উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। স্থানীয় জনগণের সহায়তায় একটি পর্যবেক্ষণ দল গঠন করা যেতে পারে, যারা মেছো বিড়ালের চলাচল, আচরণ এবং আবাসস্থলের পরিস্থিতি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করবে। এই দলটি মেছো বিড়াল সম্পর্কিত তথ্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সংরক্ষণ সংস্থার কাছে রিপোর্ট করবে, যা সংরক্ষণ উদ্যোগে সহায়ক হতে পারে। এছাড়া, স্কুল, কলেজ এবং স্থানীয় কমিউনিটিতে মেছো বিড়াল সংরক্ষণ নিয়ে সচেতনতা কর্মশালা আয়োজন করা যেতে পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মেছো বিড়ালকে পরিবেশের বন্ধু হিসেবে উপস্থাপন করা এবং তাদের ক্ষতি না করার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া। মেছো বিড়ালকে শত্রু না ভেবে, তাদের প্রাকৃতিক বাসস্থান রক্ষায় স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে মানুষ ও মেছো বিড়ালের মধ্যে সহাবস্থান প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সঠিক দিকনির্দেশনা, প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা কার্যক্রমের মাধ্যমে মেছো বিড়াল সংরক্ষণে টেকসই ফলাফল আনা সম্ভব।

মেছো বিড়াল সংরক্ষণে জনসচেতনতা তৈরিতে মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বর্তমানে সংবাদপত্র, টিভি, রেডিও, এবং সামাজিক মাধ্যম মানুষকে পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে সচেতন করতে কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের মাধ্যমে মেছো বিড়াল সংরক্ষণ নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন বা ডকুমেন্টারি প্রচার করা যেতে পারে। এগুলোর মাধ্যমে মেছো বিড়ালের জীবনের চ্যালেঞ্জ, প্রাকৃতিক বাসস্থান ধ্বংসের কারণ এবং তাদের পরিবেশগত ভূমিকা সম্পর্কে জনগণ সচেতন হতে পারে। বিশেষ করে, হাওর, সুন্দরবন, বা নদী তীরবর্তী এলাকায় মানুষের ভুল ধারণা দূর করার জন্য টিভি ও রেডিওতে স্থানীয় ভাষায় প্রচার কার্যক্রম চালানো কার্যকর হতে পারে।

সামাজিক মাধ্যমও সচেতনতা তৈরির একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব এবং ইনস্টাগ্রামে মেছো বিড়ালের ছবি ও ভিডিও শেয়ার করে এবং তাদের জীবনধারা তুলে ধরে জনমত গড়ে তোলা সম্ভব। পরিবেশবিদ, ফটোগ্রাফার, এবং সংরক্ষণবাদীরা যদি মেছো বিড়াল সংরক্ষণ সম্পর্কিত বার্তা নিয়মিত শেয়ার করেন, তাহলে তা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ তৈরি করতে পারে। রেডিওতে কমিউনিটি ভিত্তিক প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা যেতে পারে। বিশেষ করে, স্থানীয় রেডিও স্টেশনগুলো মেছো বিড়ালের বাসস্থান রক্ষা এবং তাদের আক্রমণ না করার বার্তা সহজ ভাষায় পৌঁছে দিতে পারে।

মিডিয়ার ধারাবাহিক প্রচারণার মাধ্যমে মেছো বিড়ালকে ক্ষতিকর বা ভয়ঙ্কর প্রাণী হিসেবে যে ভুল ধারণা রয়েছে, তা দূর করা সম্ভব। একইসঙ্গে, এদের সংরক্ষণে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরা যায়। মিডিয়া যদি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে প্রচার করে, তবে মেছো বিড়ালের টিকে থাকা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক এবং সরকারি সমর্থন আদায় করা সম্ভব হবে। আমাদের সবসময় মনে রাখা প্রয়োজন প্রকৃতিতে সকল প্রাণীই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ এই প্রাণীটিকে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই টিকিয়ে রাখতে হবে। আসুন, আমরা এই উপকারী বন্যপ্রাণীকে রক্ষায় সকলে মিলে কাজ করি।

লেখক- উপপ্রধান তথ্য অফিসার, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

#

পিআইডি ফিচার